Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 327 – 332
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

সত্যজিৎ রায়ের প্রোফেসর শঙ্কু ও কল্পবিজ্ঞান

দীপান্বিতা কাঁড়ার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : kanrardipanwita@bhu.ac.in

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Versatile artist, Science Fiction writer, Professor Shanku, Space expedition, Evolution, Extraordinary animal, Different contexts, own inventions.

Abstract
Satyajit Ray's achievement and contribution in Bengali literature is an invaluable asset. He was born on May 2nd, 1921, in an intellectual and affluent family in Calcutta. His grandfather, Upendra kishore Ray was a renowned writer, painter and a composer. His father Sukumar Ray was contributed significantly to children's literature in his short life. Satyajit Ray, an Indian filmmaker and an iconic figure in world cinema. Satyajit Ray directly controlled many aspects of his filmmaking. He directed almost 30 features, as well as short films and documentaries. In 1991 he was awarded an Oscar for lifetime achievement. He was multi-talented man -filmmaker, illustrator, author, essayist, magazine editor, calligrapher, translator, screenwriter, and music composer. Satyajit Ray, the third generation of the Ray’s family, has gifted us with detective stories like Feluda as well as science fiction stories like Professor Shanku that enrich our Bengali literature. The Science fiction genre originated from Western literature. Which is now known to almost everyone.

Satyajit Ray is a memorable personality as Science Fiction writer of Bengali fiction. His works can be easily divided into two categories. One, Science fiction stories with Professor Shanku and two, Science fiction stories without Professor Shanku. Such as, ‘Bunkubabus bondhu’, ‘Septopaser Khide’, ‘Brihachchanchu’, ‘Ratan Babu O sei lokta’, 'Mayurkanthi jelly', 'Anukul', 'Pterodactyler dim' etc. are his wonderful creations of without Professor Shanku's science fiction stories. And discussion of Professor Shanku's story would remain incomplete unless his own discoveries were highlighted. Like as Miracurol, Botica indica, Fish pil, Samanoline, Aynaihilin Pistal, Luminimax etc. Along with discoveries, the stories written in the form of diaries about the geographical details of different parts of the world, adventures, mysteries etc. are fascinating. In the discussion essay I will draw attention to the selected science fiction stories with professor Shanku. Satyajit Ray will always be remembered in the genre of Bengali science fiction.

Discussion

সত্যজিৎ রায় নামটি উচ্চারণের সাথে সাথে একটি লাইন মুখে ধ্বনিত হয় - 'মহারাজা তোমারে সেলাম'। একদিকে শিল্পী, চলচ্চিত্র পরিচালক, অন্যদিকে সাহিত্য সৃষ্টিকার -সকল দিকে তাঁর কীর্তি অসামান্য। শুধু তাই নয় অঙ্কণ-অলংকরণ, সঙ্গীত সৃষ্টি, সম্পাদনা, অনুবাদ- সববিষয়েই তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রজ্ঞার অধিকারী। জীবনকালে তাঁর সঞ্চয়ের ভাণ্ডার যেমন সুবিশাল তেমনি আমাদেরকে দান করেছেন অফুরান। এক জীবনে এত নাম, যশ, পুরস্কার, শ্রদ্ধা, মান, অভিনন্দন খুব কম মানুষ অর্জন করতে পারেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের চলচ্চিত্রে রূপদান, সেই অপু-দুর্গার রেলগাড়ি দেখতে যাবার দৃশ্য— সকলের মনেই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। এ যেন সর্বকালের 'মাস্টারপিস'। এরপর 'হীরক রাজার দেশে', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'অশনিসংকেত', 'অপুর সংসার', 'অপরাজিত', 'ঘরে-বাইরে' ইত্যাদি একের পর এক অমর সৃষ্টি তাঁর হাতেই হয়েছে। এবার সাহিত্যের জগতে তাঁর অবদান গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। লেখক হিসেবে তিনি বয়স চল্লিশের পর আত্মপ্রকাশ করেন। লিয়রের ছড়ার অনুবাদ, সন্দেশের চাহিদা মেটাতে ফেলুদার ও শঙ্কুর ডায়েরির মধ্যে দিয়ে লেখালিখি শুরু করেন। বাঙালীদের গর্বের দুই আশ্রয়স্থল —'ঠাকুর' পরিবার ও 'রায়' পরিবার। জন্মসূত্রে যে পরিবারে তাঁর জন্ম নিঃসন্দেহে আশা করা গিয়েছিল তাঁর হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের যাত্রাপথে নতুন কিছু যুক্ত হবে। পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী শিশুসাহিত্যের রাজাধিরাজ আসনে সমাদৃত। পিতা সুকুমার রায় স্বল্প জীবনকালেই শিশু-কিশোর সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। সেই মাটিকে সত্যজিৎ রায় আরও পল্লবিত করবেন তা সকলেরই জানা ছিল।

রায় বংশের তৃতীয় পুরুষ তথা সত্যজিৎ রায় ওরফে মানিক বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে ফেলুদার মতন গোয়েন্দার পাশাপাশি প্রফেসর শঙ্কুর মতন বিজ্ঞানী আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। যার মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের স্বল্প বিকশিত একটি শাখা যৌবনের ফুল-ফলের পসরা সাজিয়ে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে জায়গা দখল করতে সফল হয়েছে। পাশ্চাত্য থেকে আগত সাহিত্যের একটি ধারা হল কল্পবিজ্ঞান। যা বর্তমানে সকলের কাছেই প্রায় পরিচিত। জগদানন্দ রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, হেমলাল দত্ত এই তিন মহান ব্যক্তিত্ব উনিশ শতকের শেষের দিকে এই ধারার সূচনা ঘটান। বিশ শতকে সুকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখের হাত ধরে এই ধারার যাত্রা শুরু হলেও কল্পবিজ্ঞানের আধুনিকতার সূচনা সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে ঘটে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা-কে কেন্দ্র করে আমরা কল্পবিজ্ঞানের গল্প যেমন পাই তেমন প্রফেসর শঙ্কু-কে ঘিরে আমরা অন্য রকম স্বাদের রচনা পাই, তার মাত্রা আলাদা। উভয় রচনার ধরণও আলাদা। কারণ শঙ্কু ছিলেন বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক। তার নিজের গিরিডির ল্যাবরেটরি তিনি অসংখ্য পরীক্ষা করেছেন হাতে-কলমে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই তা শুধুই কল্পনামাত্র, বিজ্ঞানের সাথে যার যোগ কম। তাই শঙ্কু কাহিনি সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে মতানৈক্য আছে—শঙ্কু কাহিনি সায়েন্স ফিকশন নাকি সায়েন্স ফ্যান্টাসি? যেমন জুল ভের্ণ ও এইচ জি ওয়েলসকে নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়— যে বিজ্ঞান প্রমাণিত তা সায়েন্স ফিকশন আর যা ভবিষ্যতে অপ্রমাণিত তা সায়েন্স ফ্যান্টাসি। তবে বাংলায় এই দুটি শব্দের সমার্থক শব্দ কল্পবিজ্ঞান। তাই এই বিরোধে না গিয়ে শঙ্কু কাহিনিকে অবশ্যই কল্পবিজ্ঞান হিসেবে পড়া উচিত। কারণ কল্পবিজ্ঞান ভবিষ্যতের বিজ্ঞানের আভাস দেয় মাত্র এবং তাতে কল্পনার মাত্রাও বেশি হতে পারে আবার বিজ্ঞানেরও; কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম বলবৎ করা নেই। তাই তাতে সম্পূর্ন স্বাধীনতা থাকে লেখকের উপর। এছাড়া, বিশ শতকের পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে বিজ্ঞনেরও জয়যাত্রা সূচিত হয়েছিল অনেকটাই। সত্যজিৎ রায়ের বিজ্ঞানের আবিষ্কার সম্পর্কে অনুসন্ধানী মনের সফল প্রকাশ ঘটেছে ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু চরিত্রে।

বাংলা কল্পবিজ্ঞানের জগতে সত্যজিৎ রায় এক চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচনাগুলিকে সহজেই দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক, শঙ্কুকে কেন্দ্র করে রচিত কল্পবিজ্ঞান কাহিনি এবং দুই, শঙ্কু ব্যতীত কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি। আলোচ্য প্রবন্ধে শঙ্কুকে কেন্দ্র করে রচিত কল্পবিজ্ঞানের কাহিনিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। শঙ্কুকে কেন্দ্র করে লেখক মোট আটত্রিশটি সম্পূর্ণ গল্প এবং দুটি অসম্পূর্ণ গল্প রচনা করেছেন। সাহিত্যিক রূপে বিশেষত্ব তাঁর প্রতিটি গল্পের প্লট একেবারে স্বতন্ত্র, নতুন নতুন ঘটনার সমাবেশ, একটি গল্পের নিরিখে অপরটি বিচার করা মুশকিল। আবার আটত্রিশটি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-38
Website: https://tirj.org.in, Page No.327-332
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গল্প সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। তাই তাঁর কল্পবিজ্ঞানের রচনা সম্পর্কে আলোপাত করার জন্য নির্বাচিত কয়েকটি গল্পকে কেন্দ্র করে আলোচনায় অগ্রসর হব।

কল্পবিজ্ঞানের সাহিত্যে পাড়ি দেয়। এই ধরনের সাহিত্যের মধ্যে আবিষ্কৃত বিজ্ঞান ছাড়া বিজ্ঞানের সম্ভাব্য আবিষ্কার সম্পর্কে আভাসে ইঙ্গিত করা হয়। সহজ কথায় কল্পনা ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধন সৃষ্টি হয় কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের। তবে তার মধ্যে ঠিক কতটা পরিমাণে কল্পনা ও কতটা বিজ্ঞান থাকে তা অঙ্কের অনুপাতে মীমাংসিত হয়না। বিজ্ঞানের তথ্য ও সূত্রের উপর ভিত্তি করে লেখক কল্পনার ডানায় ভর করে। আবার শুধুমাত্র কল্পনার রঙে বিজ্ঞানকে উপস্থাপনও করা যায়। কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য একই সাথে অতীত ও ভবিষ্যতের কথা জানান দিতে পারে। **১৯৬১** সালে 'সন্দেশ' পত্রিকার পাতায় শঙ্কুকে কেন্দ্র করে সত্যজিৎ রায়ের প্রথম আবির্ভাব। তিনি প্রোফেসর শঙ্কু সম্পর্কে ভূমিকাতে বলেছেন—

> "প্রোফেসর শঙ্কু কে? তিনি এখন কোথায়? এটুকু জানা গেছে যে তিনি একজন বৈজ্ঞানিক। কেউ কেউ বলে যে তিনি নাকি একটা ভীষণ পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারান। আবার এও শোনা যায় যে তিনি কোনও অজ্ঞাত অঞ্চলে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, সময় হলেই আত্মপ্রকাশ করবেন। প্রোফেসর শঙ্কুর প্রত্যেকটি ডায়েরিতে কিছু না কিছু আশ্চর্য অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে। কাহিনীগুলি সত্য কি মিথ্যা, সম্ভব কি অসম্ভব সে বিচার পাঠকেরা করবেন!"[১]

বাংলা কল্পবিজ্ঞানের সাহিত্যের ধারায় 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি' গল্পের মধ্য দিয়ে তাঁর এই ধারার রচনার সূচনা। তিনি প্রথম মহাকাশে পাড়ি দিয়েছেন। নিজের তৈরি হাউই-এ চড়ে প্রহ্লাদ, নিউটন ও বিধুশেখর সঙ্গে পৌঁছান মঙ্গলপুরে। মঙ্গল গ্রহের প্রাকৃতিক পরিবেশ, বিচিত্র প্রাণীর নিখুঁত বর্ণনা এই গল্পে পাওয়া যায়। তবে এর পূর্বে মঙ্গলগ্রহে আমরা সাহিত্যিক এইচ জি ওয়েলস-এর নলাকৃতি কামানে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাউই-এ, আবার সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রকেটে অবতরণ করেছি। তবে সত্যজিৎ রায় তাঁর কাহিনি উপস্থাপনায় স্বাতন্ত্রতার পরিচয় দিয়েছেন। সত্যজিৎ রায় তাঁর সৃষ্ট চরিত্র শঙ্কুর মধ্যে দিয়ে আপন কল্পনার রঙে বিজ্ঞানের ভিত্তি ভূমির উপর চিত্রকল্প ফুটিয়ে তুলেছেন। মঙ্গল গ্রহের প্রাণীর বর্ণনায় তিনি বলছেন-

> "তার পিছু নিয়েছে যে জিনিসটা সেটা মানুষও নয়, জন্তুও নয়, মাছও নয় কিন্তু তিনের সঙ্গেই কিছু কিছু মিল আছে। লম্বায় তিন হাতের বেশি নয়, পা আছে কিন্তু হাতের বদলে মাছের মতন ডানা, বিরাট মাথায় মুখজোড়া দন্তহীন হাঁ, ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা সবুজ চোখ, আর সর্বাঙ্গে মাছের মতো আঁশ সকালের রোদের চিকচিক করছে।"[২]

মঙ্গোলীয় সৈন্যদের বৈরী ভাবাপন্ন দেখে পৌঁছে যান টাফা গ্রহে। সেখানকার প্রাণীরা আবার অতিকায় পিঁপড়ে জাতীয়। গ্রহ-বাসীদের সভ্যতা পৃথিবী থেকে অনেক গুণ পিছিয়ে। তবে এই গ্রহ-বাসীরা পৃথিবীর মানুষদের অভ্যর্থনা ও আতিথ্য করেছে যথেষ্ট।

লেখকের কল্পনার মহাকাশে পাড়ি দেওয়া শুধুই কি কল্পনা? এ প্রশ্ন জাগে আমাদের মনে। তবে উত্তরে অবশ্যই বিজ্ঞানের একটি ভিত্তিভূমি রয়েছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ইতিহাসে **১৯৬১** সালটি অবিস্মরণীয়। সেই বছর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশযান 'ভোস্তক-**১**'-এ চড়ে ইউরি গ্যাগারিন সফলভাবে মহাকাশ ভ্রমণ করেন। ওই বছরই মে মাসে আমেরিকার অ্যালান সেপার্ড প্রথম মহাকাশ ভ্রমণ করেন। বিজ্ঞান সচেতন অনুসন্ধানী মন নিয়েই হয়তো লেখক বিজ্ঞানের এই বাস্তব প্লটে কল্পনার জাল বুনেছেন।

মঙ্গল গ্রহের বিভীষিকার পরিচয় পেলেও অন্য গ্রহের প্রাণী মানেই যে শত্রু, তা ভাবার কোনো কারণ নেই। 'মহাকাশে দূত' গল্পে অন্য গ্রহে থেকে দূতেরা প্রতি পাঁচ হাজার বছর পরে পৃথিবীতে এসেছে সভ্যতার অগ্রগতির কিছু সূত্র নির্দেশ করতে। পৃথিবীর সঙ্গে তাদের গ্রহের কোনো প্রভেদ নেই। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে তাদের আবার মহাকাশে একটি পর্যবেক্ষণপোত আছে। যার দ্বারা তারা পৃথিবীর অবস্থার উপর দৃষ্টি রাখে। জানা যায়, -

> "আমরা অনিষ্ট করতে আসি না। আমাদের কোন স্বার্থ নেই। সাম্রাজ্যবিস্তার আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল মানুষের সমস্যার সমাধানের উপায় বাতলে দিয়ে আবার ফিরে যাই। আজকের মানুষ বলতে যা বোঝো, সেই মানুষ আমাদেরই সৃষ্টি, সেই মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ গড়নও আমাদের সৃষ্টি।"[৩]

তবে এই গল্পে প্রাণীদের কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি, কারণ সমস্ত অভিযানটি তাদের হয়েছে যন্ত্রের দ্বারা। প্রাকৃতিক বিপর্যয় তাদের গ্রহের প্রাণীরা লোপ পায় কিন্তু বিপদের পূর্বাভাস পেয়ে তারা যান্ত্রিকভাবে পৃথিবী অভিযানের পূর্বপরিকল্পনা করে রেখেছিল। যার দ্বারা তারা সফল অভিযান করতে পেরেছে।

লেখক সচেতনভাবেই গল্পের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর মানুষদের সচেতন করেছেন যুদ্ধ-শ্রেণীবিদ্বেষ, সাম্রাজ্যবিস্তার পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে কিংবা অত্যধিক যন্ত্র নির্ভরতা মানুষকে যান্ত্রিক করে তুলবে। এছাড়াও আরেকটি বিষয় পাঠক মনের কল্পনার জন্ম দিতে সাহায্য করে- মহাকাশযানের গঠন-আকৃতি সম্পর্কে ধারণা। মহাকাশযান হলেই যে তার চেহারা চাকতির মতন হবে এই ধারণা পাল্টে এই প্রথম ধাতুর তৈরি পিরামিড আকৃতির মহাকাশযানের কল্পনা আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন।

এই ধারায় আরেকটি গল্প পাই, যা থেকে জানা যায় অন্য গ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীর উপকার করতে চায় এবং সেই সাহায্যের হাত বাড়াতেই পৃথিবীতে আসে। ‘প্রফেসর শঙ্কু ও ইউ. এফ. ও’ গল্পে আলফা সেনটরি গ্রহ থেকে তিনজন প্রাণী এলেও স্বার্থপর ডঃ রোডোলফো কারবোনি চক্রান্তে তাদের মৃত্যু ঘটে। পাঠকমহল তাদের পরিচয় থেকে বঞ্চিত হয়। ইউ. এফ. ও- মানে আনআইডেনটিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট অর্থাৎ অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তু। যা পৃথিবীর আকাশে মাঝে মাঝে দেখা যেত তাকে বিজ্ঞানী শঙ্কু এমন নাম দিয়েছিলেন। ডঃ কারবোনি তাদের মহাকাশযানটি দখল করে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দর্শনীয় সৌধগুলি ধ্বংস করে প্রতিহিংসা মেটায়।

মহাকাশযান, অন্য গ্রহের প্রাণী, গ্রহে যাত্রা বাদে বিজ্ঞানের এক পরীক্ষামূলক প্লটে সজ্জিত ‘আশ্চর্য প্রাণী’ গল্পটি। পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যেমন প্রাণীর ক্রমবিবর্তন ঘটেছে দীর্ঘ কোটি কোটি বছর সময় ধরে তেমনভাবে প্রথম পর্যায় থেকে মানুষের পরিবর্তিত পর্যায় পর্যন্ত প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে জীবের বিবর্তনের ধারাগুলি ল্যাবটরির ফ্ল্যাস্কের মধ্যে কৃত্রিম ভাবে পরিবেশ সৃষ্টি করে দেখানো হয়েছে। জলচর, উভচর, সরীসৃপ, তুষারযুগ পেরিয়ে এসেছে মানুষ। তারপরে এসেছে দুই ইঞ্চির রামধনু পোশাক পরিহিত প্রাণী, যাকে মানুষের পরবর্তী পর্যায় বলে মনে করেছেন প্রোফেসর। তার এই পরীক্ষায় সঙ্গী ছিল জার্মানির প্রোফেসর হাম্বোল্ট। পৃথিবী সৃষ্টির আদিলগ্নের পরিচয় দিতে লেখকের বর্ণনা সত্যিই নজরকাড়ে, আমরা সহজেই ফিরে যেতে পাড়ি সৃষ্টির উৎস রহস্যে —

> “কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীতে যখন প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয়, বিজ্ঞানীরা অনুমান করতে পারেন তখন পৃথিবীর অবস্থাটা কি রকম ছিল। সেই অবস্থাটা ভারী ভয়ংকর। সারা পৃথিবীতে ডাঙা প্রায় ছিল না বললেই চলে। তার বদলে ছিল এক অগাধ সমুদ্র। পৃথিবীর উত্তাপ ছিল তখন প্রচন্ড। সমুদ্রের জল টগবগ করে ফুটত। আজকাল বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে যেভাবে ঘিরে রয়েছে এবং তার আচ্ছাদনের মধ্যে মানুষকে অক্সিজেন, ওজন ইত্যাদির সাহায্যে যেভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে— তখন তা ছিল না। তার ফলে সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি সোজা এসে পৃথিবীকে আঘাত করত। হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন সালফার কার্বন ইত্যাদি গ্যাস অবশ্যই ছিল, আর এইসব গ্যাসের উপর চলত বৈদ্যুতিক প্রভাবের খেলা। প্রলংকর বৈদ্যুতিক ঝড় ছিল তখন দৈনন্দিন ব্যাপার। এই অবস্থাতে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয়।”[৪]

লেখক বিজ্ঞানের বারুদেই কল্পনার রঙমশাল জ্বালিয়েছেন। কারণ ১৯৫৩ সালে বিজ্ঞানী মিলার ও বিজ্ঞানী ইউরি ফ্ল্যাক্সের মধ্যে জল, মিথেন, অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোজেন রেখে তড়িৎ সংযোগে কৃত্রিমভাবে পৃথিবীর আদি কালের পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রাণের সৃষ্টি হতে পারে কিনা পরীক্ষা করেছিলেন। তাদের এই পরীক্ষায় কিছু তথ্য উঠে আসে। তাদের পরীক্ষা অনুসরণ করে পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা ডি.এন. এ এবং আর. এন. এ খোঁজ পায়। লেখক এই উপাদানের উপর কল্পনার পাখায় উড়ে যান আরো কিছুদূরে। বিজ্ঞানের সম্ভাবনার আশা নিয়ে।

‘আশ্চর্জন্তু’ গল্পে আমরা পাচ্ছি ‘ইয়ে’ অর্থাৎ এক্সট্রাডিনারি অ্যানিম্যাল। যার প্রকৃতি-প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে বিপদের মুহূর্তে নিজেকে রক্ষা করতে মুহূর্তের মধ্যে শরীরে পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম। লক্ষ-কোটি বছরের অভিযোজন ইয়ের শরীরে সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে যায়। গল্পের শেষে লেখক শঙ্কুর মধ্যে দিয়ে দারুণ কথা বলেছেন-

> “আমার বৈজ্ঞানিক মনের একটা অংশ আক্ষেপ করছে যে, তাকে ভালো করে স্টাডি করা গেল না। তার বিষয়ে অনেক কিছুই জানা গেল না। সেইসঙ্গে আর একটা অংশ বলছে যে মানুষের সব জেনে ফেলার লোভের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-38
Website: https://tirj.org.in, Page No.327-332
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একটা সীমা থাকা উচিত। এমন কিছু থাকুক যা মানুষের মনে প্রশ্নের উদ্রেক করতে পারে, বিস্ময় জাগিয়ে তুলতে পারে।"[৫]

আধুনিক কল্পবিজ্ঞানের অন্যতম সাহিত্যিক অনীশ দেব উপরোক্ত দুটি গল্পের প্রসঙ্গে 'প্রতিদিনের রোববারে'র সংখ্যায় লিখেছেন-

"প্লট ও উদ্ভাবনী নৈপুণ্যে শঙ্কু কাহিনির প্রতিটি গল্পই অনবদ্য। তবে 'আশ্চর্য প্রাণী' এবং 'আশ্চর্জন্তু' আমার মতে আন্তর্জাতিক মানের কল্পবিজ্ঞানের গল্প। এরকম গল্প বাংলা কল্পবিজ্ঞানের ভাঁড়ারে থাকাটা সত্যিই গর্বের বিষয়।"[৬]

বোঝাযায়, এই শতকেও গল্পগুলির জনপ্রিয়তা কতটা পরিমাণে বর্তমান।

এছাড়াও 'প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু' গল্পে সামান্য রসদে বাঙালি বিজ্ঞানীর তৈরি যান্ত্রিক মানব (ROBOT), 'প্রোফেসর রন্ডির টাইম মেশিন' গল্পে কখনো অতীত আবার কখনো ভবিষ্যতে দশ মিনিটের টাইম ট্রাভেল, 'শঙ্কু ও ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' গল্পে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মিথ ব্যবহার করে মৃত মানুষের পুনরায় জীবন লাভের প্রসঙ্গ, 'ডাঃ দানিয়েলের আবিষ্কার' গল্পে লুই স্টিভেনসন-এর 'জেকিল এন্ড হাইড' উপন্যাসের প্রভাব লক্ষ করা যায়। দানিয়েলের আবিষ্কৃত ওষুধ সে নিজে খেয়ে দানবে পরিণত হয়। এইরকম ভাবে সত্যজিৎ রায় কল্পবিজ্ঞানের সাহিত্য ভান্ডারে একের পর এক নতুন প্লটে বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার সম্পর্কে আভাসে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

শঙ্কু কাহিনির আলোচনায় যে বিষয়টি না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তা হল তার নিজস্ব আবিষ্কারগুলি। যেমন - মিরাকিউরল - রোগনাশক বড়ি, বটিকা ইন্ডিকা - একদিনের মানুষের খিদে মেটাবে, ফিশ পিল - যার এক বড়িতে বিড়ালের সাত দিনের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, সমনোলিন - ঘুমের বড়ি, অ্যানাইহিলিন পিস্তল - যে কোন প্রাণীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, লুমিনিম্যাক্স - ন্যাপথলিনের বলের মতন, দুশো ওয়াট আলো পাওয়া যায়, একটা বলে একটা রাত কাটানো সম্ভব, নস্যাস্ত্র - তেত্রিশ ঘন্টার আগে হাঁচি থামবে না, ইত্যাদি আরও কত বিচিত্র রকমের আবিষ্কারের বটিকা-অস্ত্র তার ঝুলিতে রয়েছে। আবিষ্কারের পাশাপাশি রয়েছে ডায়েরি আকারে রচিত গল্পগুলিতে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের ভৌগোলিক বিবরণ, অ্যাডভেঞ্চার, রহস্য ইত্যাদি বিষয়গুলো। চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় শঙ্কুকে নিয়ে সিরিজ রচনা করলেও সায়েন্স ফিকশন নিয়ে কোন ছবি তৈরি করেননি। সেই বিষয়ে এক সাক্ষাৎকারে তিনি সমরজিত কর কে বলেছিলেন-

"সায়েন্স মানে অনেকের ধারণা জটিল। যার ফলে সায়েন্স নিয়ে অনেকে মাথা ঘামাতে চায় না। সায়েন্স ফিকশন ছবির দর্শক সংখ্যাও কম।... সায়েন্স ফিকশন ছবির তৈরির ক্ষেত্রে যেরকম দক্ষ টেকনিসিয়ান দরকার, সে ধরনের দক্ষ টেকনিসিয়ান আমাদের দেশে নেই।"[৭]

বাংলা কল্পবিজ্ঞানের ধারায় সত্যজিৎ রায় সর্বকালীন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কল্পবিজ্ঞানের গল্পে আধুনিকতার মোড় বদলের আরেক নাম সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ রায়ের প্রোফেসর শঙ্কু বাদে কল্পবিজ্ঞানের যে কাহিনিগুলো রয়েছে সেগুলিও অসাধারণ। তারমধ্যে 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু', 'সেপ্টোপাসের খিদে', 'বৃহচ্চঞ্চু', 'রতন বাবু আর সেই লোকটা', 'ময়ূরকণ্ঠি জেলি', 'অনুকূল', 'টেরোড্যাকটিলের ডিম' ইত্যাদি তাঁর অসাধারণ সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে সত্যজিৎ রায়ের কৃতিত্ব ও অবদান অমূল্য সম্পদ।

Reference :

১. রায়, সত্যজিৎ, 'শঙ্কু সমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০২, সপ্তদশ মুদ্রণ ২০২০, ভূমিকা

২. রায়, সত্যজিৎ, 'শঙ্কু সমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০২, সপ্তদশ মুদ্রণ ২০২০, পৃ. ১৩

৩. তদেব, পৃ. ৪১১

৪. তদেব, পৃ. ২০৫

৫. তদেব, পৃ. ৫১৩

৬. চট্টোপাধ্যায়, অনিন্দ্য, (সম্পাদিত), রোববার, 'সংবাদ প্রতিদিন', ৬ জুলাই ২০১৪, পৃ. ৩৪

৭. বসু, মহীন্দ্র, (সম্পাদিত), চিল্ড্রেন্স ডিটেকটিভ, নতুন আঙ্গিকের বাংলা মাসিক পত্রিকা, পঞ্চদশ বর্ষ, জুন ১৯৯২, পৃ. ১৪